মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর ১০ বোতল ফেন্সিডিল সহ জুয়েল রানা নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

রবিবার দিবাগত রাতে এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক জুয়েল রানা কাজীপুর গ্রামের জিন্নাত আলীর ছেলে।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক জুয়েল রানার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
মেপ্র/এমএফআর

ঝিনাইদহে ফেন্সিডিলসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহে ফেন্সিডিলসহ বিউটি খাতুন (৩৫) নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। শনিবার রাতে শহরের বাইপাস সড়কে ঢাকাগামী জেআর পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে ফেন্সিডিলসহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত বিউটি খাতুন চুয়াডাঙ্গা দর্শনার মোহাম্মদপুর গ্রামের রনির স্ত্রী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, শনিবার রাতে কোটচাদপুর থেকে বিউটি খাতুন জেআর পরিবহনে ফেন্সিডিল নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিল এমন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের বাইপাস সড়কে চেকপোষ্ট বসায় পুলিশ। এসময় ওই পরিবহনে তল্লাশি চালিয়ে বিউটি খাতুনের কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

অজ্ঞানের ডাক্তার সিজার করায় ঝিনাইদহ কেয়ার হাসপাতালে এক প্রসূতি মায়ের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নগর বাতান গ্রামের সাইফুলের স্ত্রী ইয়াসমিনের প্রসব বেদনা শুরু হলে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রসূতি মায়ের সিজার হবে না এই মর্মে সরকারি হাসপাতালের ক্লিনিকের দালালের সহযোগিতায় ঝিনাইদহ ট্রাক টার্মিনালের পূর্ব পাঁশে অবস্থিত কেয়ার হাসপাতালে ২৫ হাজার টাকার চুক্তিতে ভর্তি করে।

এই মর্মে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ অপূর্ব কুমারের সহযোগিতায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সাবেক সুপারিন্টন অজ্ঞানের ডাঃ আয়ুব আলী ২৭ জুন বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে কেয়ার হাসপাতালে সিজার করে দুইটি জমক সন্তান প্রসব করায়। রুগীর স্বজনদের অভিযোগ ইয়াসমিন সিজারের সময় অপারেশন থিয়েটারেই মারা যায়। বিষয় টা গোপন করে রুগীকে এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে যশোর পাঠায়। যাহাতে তার বলতে পারে যে রুগী উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠানর সময় মাঝ পথে মারা গিয়াছে। প্রসূতি মায়ের দুটি জময সন্তান একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। তারা সুস্থ আছে। জানা যায় ৪ বছর আগে ঝিনাইদহ সুরাট ইউনিয়নের হামদহ ডাঙ্গা গ্রামের ইসলাম মিয়ার মেয়ে ইয়াসমিনের বিয়ে হয় নগর বাতান গ্রামের সাইফুলের সাথে।

উল্লেখ্য কেয়ার হাসপাতালের মালিক ডাঃ অপূর্ব কুমার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার। যার কারনে প্রতিদিন হাসপাতাল চলাকালিন সময়ে তাকে হাসপাতাল থেকে ৪/ ৫ বার কেয়ার হাসপাতালে ছুটতে দেখা যায়। তাছাড়া কেয়ার হাসপাতালের ম্যানেজার ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে বহিঃ বিভাগের টিকিট সেল করে থাকে।

জানা যায় এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে কোর্টপাড়ার নুর আলমের স্ত্রী বিথি খাতুনকে সিজার করাতে ঝিনাইদহ কেয়ার হসপিটালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সিজার করার পরে দুই দিন ধরে ব্লিডিং হতে

থাকে এই অবস্থায় রোগিকে ডায়াবেটিকস হসপিটাল থেকে ডায়ালাইসিস করানোর চেষ্টা করে। অবশেষে রোগির কোন পরিবর্তন না হলে তাকে ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন এবং খরচ বাবদ ডাক্তার রুগীকে ১৫হাজার টাকা দেয়। রুগীর অবস্থা বেশি খারাপ দেখা দিলে ফরিদপুর থেকে রুগীকে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলে কিন্তু রুগীর সামর্থ না থাকায় তারা রুগীকে খুলনা গাজি প্রাঃ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে থাকেন। এভাবে দীর্ঘ ১মাস যাবৎ চিকিৎসা চলার পরে রুগীর মৃত্যু হয়

পূর্বের ঘটনার মত ইয়াসমিন মারা যাওয়ার পর এই ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার জন্য ঝিনাইদহে প্রভাব শালীদের ধর পাকর করছে বলে জানা গেছে।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ আয়ুব আলীর সাথে কথা বললে সে বলে যে আমি যখন হরিনাকুন্ডুতে ছিলাম সেই সময়ে গাইনি হিসাবে কাজ করতাম। তাছাড়া আমার ১ বছরের গাইনি কোর্স করা আছে। ঝিনাইদহের বিভিন্ন হাসপাতালে প্রতিদিন প্রসুতি সিজার করে থাকি। যাহা খোঁজ করলেই জানা যাবে।

ঝিনাইদহ জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগম বলেন যে আমি জানি আয়ুর আলী অজ্ঞানের ডাক্তার সে কি ভাবে সিজার করছে তা আমার জানা নেই। আমি ভাল ভাবে জেনে বিষয়টা আপনাদের অবগত করব।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মিজানুর রহমান বলেন যে আমি শুনেছি যে ঝিনাইদহের কেয়ার হাসপাতালে একজন প্রসুতির মৃত্যু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ নিয়ে আসেনি। যদি অভিযোগ আসে তাহলে আইন গত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে মহাসড়ক থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে ২ জন

গ্রেফতার

ঝিনাইদহে মহাসড়ক থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের ডাকবাংলা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীর আলম সদর উপজেলার বাদ-পুকুরিয়া গ্রামের মনু মিয়ার ছেলে ও তারা মিয়া একই উপজেলার বাটিকাডাঙ্গা গ্রামের চান্দু মিয়ার ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, সদর উপজেলার ডাকবাংলা ত্রী-মহনি এলাকায় রাস্তায় গাড়ি ঠেকিয়ে শ্রমিকদের নামে চাঁদা তোলা হচ্ছে এমন একটি লিখিত অভিযোগে দেয় ভোলা জেলার শহীদ নামে এক ট্রাক ড্রাইভার। তিনি আরো জানান, পুলিশ সুপার হাসানুজ্জামানের নির্দেশনা মোতাবেক রাতে অভিযান চালানো হয়। এসময় হাতে নাতে জাহাঙ্গীর আলম ও তারা মিয়া নামের ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পালিয়ে যায় আরও ২ জন। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

করোনায় আরও ৪৩ জনের প্রাণহানি, নতুন শনাক্ত ৩৮০৯

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৭৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৮০৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৪০৯ জন এবং মোট সুস্থ ৫৫ হাজার ৭২৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৩৪টি নমুনা সংগ্রহ

করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৮ হাজার ৯৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৮০৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ০৫ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩১ জন ও নারী ১৪ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৭৩৮ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৪০৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৫ হাজার ৭২৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ মারা এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, রাজশাহীতে ২ জন, সিলেটে ৩ জন, খুলনায় ৩ জন, রংপুরে একজন, বরিশালে ৩ জন এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

সরকারের উদাসীনতায় স্বাস্থ্যখাত একেবারেই ভেঙে পড়েছে: ফখরুল

সরকারের উদাসীনতা ও অবহেলায় স্বাস্থ্যখাত একেবারেই ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, সরকার জানেও না, একজ্যাক্টলি তারা কী করবে।
রোববার রাজধানীর নয়াপল্টন বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জাতীয়তাবাদী হোমিওপ্যাথিক দলের উদ্যোগে ‘করোনাভাইরাস প্রতিষেধক ওষুধ বিতরণ’ কর্মসূচি উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার আরিফুল হক মোল্লা। বিএনপি মহাসচিব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হোন।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত একেবারেই ভেঙে পড়েছে। আপনারা দেখে এসেছেন যে আমরা আগে থেকেই অনেকবার বলেছি স্বাস্থ্য খাতে সরকারের চরম অবহেলা করার কারণে, তাদের উদাসীনতার জন্য এবং কোভিড-১৯ এর আক্রমণের পর থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়ার কারণে, ভ্রান্ত নীতির কারণে আজকে বাংলাদেশে সবচেয়ে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে সরকারের তরফ থেকে স্বাস্থ্য অধিদফতর আছে তারা একেক সময় একেক রকম কথা বলছেন। স্থানীয় সরকানে যারা আছেন, তারাও একেক রকম কথা বলছেন। ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম শনিবার বলেছেন যে, আর কালবিলম্ব না করে এখনই জোনভিত্তিক লকডাউনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
লকডাউন দেয়ার দাবি জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, অনেকদিন আগেই বলা হয়েছে দেশে রেড জোন, ইয়োলো জোন, গ্রীন জোন করা হবে। ঢাকা শহরকে কতগুলো অঞ্চলে ভাগ করে রেড জোন চিহ্নিত করে লকডাউন দেয়া হবে। একমাত্র পূর্ব রাজা বাজার ছাড়া আর কোথাও এটা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আসলে আমার মনে হয় সরকার জানেও না যে একজ্যাক্টলি তারা কি করবেন? কি করতে চাচ্ছেন? এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর একটি গাইডলাইন দিবে সেটিও তারা দিতে পারেনি।
তিনি বলেন, পুরো বাংলাদেশের কোভিড-১৯ মোকাবেলা করার জন্য যে একটা ম্যাপ, একটা রোড ম্যাপ, একটা পরিকল্পনা, একটা প্রতিরোধ পরিকল্পনা তার সবটাই অনুপস্থিত এখানে। আমরা দেখেছি কয়েকদিন আগে চীনা বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন। তারা এসে একই কথা বলেছেন যে বাংলাদেশে সব কিছু এলোমেলো। এখানে কোথায় রোগ আছে সেটাই খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না। চিহ্নিত করতে পারছেন না এবং চিহ্নিত করার জন্য কোনো ব্যবস্থা তাদের নেই।
এসবের জন্য সরকারকে দায়ী করেন বিএনপি মহাসচিব বলেন, আজকের দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের সরকার প্রথম থেকেই এই বৈশ্বিক মহামারীকে উপেক্ষা করেছেন, অবহেলা করেছেন। এটার পিছনে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে এটা যখন একটি মহামারী আকারে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে তখন বাংলাদেশে এটা নিয়ে কিছুটা কথা বলা শুরু করেছে, কাজ করেছে।
‘সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই মুহুত্বে কোথাও অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি হাসপাতালগুলোতেও অক্সিজেন নেই। আর হাসপাতালে যে বেডগুলো করোনা রোগীদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য রাখা হয়েছে। সেই বেডগুলো নাকি খালি পরে আছে। কারণ মানুষ হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে না, হাসপাতালের যে ব্যবস্থা তাতে কেউ আস্থা রাখতে পারছে না। বেশিরভাগ মানুষই ঘরের মধ্যে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার অনেকেই ঘরের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন’-যোগ করেন ফখরুল।
তিনি বলেন, দেশের এই সময়েও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আমাদের এই জাতির দুর্ভাগ্য যে এমন একটা সরকার এই দেশ শাসন করছে, যারা কোন নির্বাচিত সরকার নয়। যাদের কোন জবাবদিহি করতে হয় না। পার্লামেন্টে তারা যে বাজেট দিয়েছে সে বাজেটের আলোচনা হয়েছে মাত্র দুই তিন দিন। বিএনপির যে সব সংসদ সদস্য রয়েছেন তারা একটি ভার্চুয়াল সংসদ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু সেটাও করা হয়নি।
‘বিরোধীদলের এমপিরা সংসদে বক্তব্য দিতে গেলে তাদের বাধা দেয়া হচ্ছে। এই চরম দূরাবস্থার মধ্যে সারাদেশের মানুষ আজ অসহায় হয়ে গেছে। তারা কোন দিক নির্দেশনা খুঁজে পাচ্ছে না। সরকারের ভুল নীতির কারণে সমগ্র দেশে করোনা ছড়িয়ে পড়েছে।’
আজকে জাতীয়তাবাদী হোমিওপ্যাথি দল বাংলাদেশের মানুষকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য যে এগিয়ে এসেছে আমার তাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেশের সকল রাজনৈতিক দল, সকল সংস্থাকে এগিয়ে এসে করোনা মোকাবিলায় কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, শুধু আমাদের দেশে নয় পুরো বিশ্বে চিকিৎসা শাস্ত্রে হোমিওপ্যাথি একটি পুরাতন চিকিৎসা ব্যবস্থা। হোমিওপ্যাথি যারা চিকিৎসা করেন তারা বিশ্বাস করেন যে হোমিওপ্যাথি হামলেস চিকিৎসা ব্যবস্থা যা দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না। এটাতে কোনো সাইড ইফেক্ট থাকে না। হোমিওপ্যাথি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কার্যকারী একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা। যারা এতে বিশ্বাস করেন তারা নিশ্চয় এতে উপকৃত

যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু ১ লাখ ২৮ হাজার ছাড়াল

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড ১৯-এ টালমাটাল যুক্তরাষ্ট্র। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। এখনও রোজ হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন দেশটিতে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে ১ লাখ ২৮ হাজার ১৫২ জন। আর আক্রান্তের সংখ্যাও ছাড়িয়ে গেছে ২৫ লাখ। এই তথ্য দিয়েছে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের হিসাব রাখা আন্তর্জাতিক ওযেবসাইট ওয়ার্ল্ডওমিটারস।

ওয়ার্ল্ডওমিটারসের রোববার দুপুর ১২টার পরিসংখ্যান বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে মারা গেছেন ১ লাখ ২৮ হাজার ১৫২ জন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ লাখ ৯৬ হাজার ৫৩৭ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১০ লাখ ৮১ হাজার ৪৩৭ জন। চিকিৎসাধীন ১২ লাখ ৯ হাজার ৫৮৯ জন।

আর যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর সিস্টেম সায়েন্সেস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (সিএসএসই) তথ্যানুযায়ী, রোববার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮ হাজার ৭০৫ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ২৫ হাজার ৫৩৯ জনের।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ২৫ লাখ ৮ হাজার ৭০৫ জনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৩০৮ জন।

এদিকে বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নতুন করে বাড়তে দেখা যাচ্ছে। ফ্লোরিডা ও টেক্সাসে শনিবার রেকর্ডসংখ্যক মানুষের দেহে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা খুলে দেয়ার পর করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধির এমন তথ্য আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় শনিবার একদিনেই নতুন করে রেকর্ড সাড়ে ৯ হাজারের বেশি মানুষের দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। আগের দিন সেখানে শনাক্তের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ হাজার।

টেক্সাসেও চলতি সপ্তাহে সংক্রমণের সংখ্যায় নতুন রেকর্ড হয়েছে। এ অবস্থায় টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট বারগুলোকে বন্ধ রাখতে এবং রেস্তোরাঁগুলোকে আসন সংখ্যা ৫০ শতাংশে নামিয়ে এনে সীমিত পরিসরে চালু রাখতে বলেছেন। সূত্র-যুগান্তর

সেল্তা ভিগোর সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট হারাল মেসির দল বার্সেলোনা

স্প্যানিশ ফুটবল লিগে শনিবার সেল্তা ভিগোর সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করেছে লিওনেল মেসির দল। লুইজ সুয়ারেজের জোড়া গোলে দুইবার এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট হারিয়েছে জায়ান্ট বার্সেলোনা।

ম্যাচের শুরু থেকেই ব্যালাডোস স্টেডিয়ামে বল দখলে আধিপত্য দেখায় বার্সেলোনা। ম্যাচের ২০ মিনিটের এগিয়ে যায় বার্সা। লিওনেল মেসির বাম পায়ের নেওয়া ফ্রি-কিক ফাঁকায় দাড়িয়ে থাকা লুইজ সুয়ারেজ ঠান্ডা মাথায় হেড দিয়ে বল জালে জড়ান। ১-০ গোলে এগিয়ে যায় কাতালানরা।
তবে এরপর সেল্তা ভিগো সমতায় ফেরার সুযোগ পেয়েছিল। ২৪ মিনিটের মাথায় সেল্তার ব্রাইজ মেন্দেজের বাম পায়ের নেওয়া শট বার্সা গোলরক্ষক টার স্টেগানের হাতে লেগে গোলবারে লেগে ফিরে আসে। এরপর ইয়াগো আসপাসের শট ফিরিয়ে দেন স্টেগান।

বার্সা লিড ধরে রেখেই বিরতিতে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরতেই সমতায় ফেরে সেল্তা ভিগো। ৫০ মিনিটে থ্রু পাস থেকে বল পেয়ে দ্রুত গতিতে পেনাল্টি ডি বক্সের ভিতরে নিয়ে যান আসপাস। গোল মুখের সামনে ফাঁকায় দাড়িয়ে থাকা ফেডর স্মলোভকে পাস দিলে আলতো টোকায় বল জড়ান তিনি।

৬৭ মিনিটে আবারও এগিয়ে যার বার্সা। পেনাল্টি ডিবক্সের ভেতরে মেসির বাড়িয়ে দেওয়া বল পেয়ে আবাও বার্সাকে ২-১ গোলের লিড এনে দেন সুয়ারেজ। ৮০ মিনিটে সমতায় ফেরার সুযোগ পায় সেল্তা। পেনাল্টি বক্সের ভেতরে নোলিতোর নেয়ার ডান পায়ের শট ডান দিকে ঝাপিয়ে ফিরিয়ে দেন টার স্টেগান। নিশ্চত গোল বঞ্চিত হয় সেল্তা। তবে ৮৭ মিনিটে ঠিকই সমতায় ফেরে স্বাগতিক দলটি। অসাধারণ এক ফ্রি-কিক থেকে গোল করে দলকে ২-২ গোলে সমতায় ফেরান আসপাস।

ম্যাচের শেষ দিকে ইনজুরি সময়ে গোলের সহজ একটি সুযোগ নষ্ট করেন সেল্তার নোলিতো। ডেনিস সুয়ারেজের পাস থেকে গোলমুখে ফাঁকা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। তার দুর্বল শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন বার্সার গোলরক্ষক।

বার্সেলোনা শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলের ড্র করে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে। এই ড্রয়ে ৩২ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে সেতিয়েনের শিষ্যরা। আর এক ম্যাচ কম খেলে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এদিকে, এই ম্যাচেও মেসি গোল না পাওয়ায় ক্যারিয়ারের ৭০০তম গোলের জন্য আরও অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে এই আর্জেন্টাইন তারকাকে।

সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে মোহাম্মদ শামীম রেজা ও বকুল আলী নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। শনিবার দিবাগত রাতে এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রাম থেকে ৭ গ্রাম হেরোইন সহ মোহাম্মদ শামীম রেজাকে আটক করা হয়। আটক শামীম রেজা শ্যামপুর গ্রামের পাঞ্জাব মন্ডলের ছেলে।

অপর দিকে মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়ায় অভিযান চালিয়ে বকুল আলী নামের

আরও এক মাদক ব্যবসায়ীকে ২৫০শ গ্রাম গাঁজা সহ আটক করা হয়। আটক বকুল আলী চক্রপাড়ার সদর আলীর ছেলে।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটক দুই আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে নতুন করে ১২ জন করোনা আক্রন্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ১২ জন কোরনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। ২৭ জুন শনিবার কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাব থেকে ৫৫ টি প্রাপ্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ১২ টি পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৬ জন (একজন ফলেআপ) এবং গাংনীতে ৬ জন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসিরউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মেহেরপুরে নতুন করে ১২ জন কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছে।

শনিবার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৩২ জনের এর মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন, মেহেরপুর সদর হাসপাতালের ১৬ জন, গাংনীর ৭ জন এবং মুজিবনগরের ৫ জন।

এ নিয়ে শনিবার পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় সর্ব মোট ১৯০৮ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বমোট ফলাফল এসেছে ১৭৫২ টি তার মদ্য থেকে ৭২ জন কোরনা রোগী সনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ৩৬ জন, গাংনী ৩০ জন, মুজিবনগর ৬ জন।

উল্লেখ্য, জেলায় করোনাতে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, সুস্থ হয়েছেন ২৩ জন, জেলা থেকে ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৫ জন কে, বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন ৩৯ জন।